# তৃতীয় অধ্যায়

# মূল্য, মজুরি ও কর্মসংস্থান

*আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (আইএমএফ) ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক আউটলুক (WEO), জুলাই ২০২৪ এ সরবরাহ চেইন স্থিতিশীলতা বজায় থাকার ফলে বৈশ্বিক মুল্যস্ফীতি ক্রমান্বয়ে হ্রাস পাবে মর্মে পূর্বাভাস করেছে যেখানে ২০২৪ সালে মূল্যস্ফীতির হার উন্নত দেশসমূহে ২.৭ শতাংশ ও বিকাশমান বাজারে ৮.২ শতাংশ হতে পারে। এদিকে, খাদ্যমূল্যের অব্যাহত উর্ধ্বগতির কারণে বাংলাদেশে ২০২৩-২৪ অর্থবছরে মূল্যস্ফীতি দাঁড়ায় ৯.৭৩ শতাংশ এবং ভোক্তা মূল্য সূচক (CPI) ২০১০-১১ অর্থবছর থেকে ২০২১-২২ অর্থবছরে বৃদ্ধি পেয়ে প্রায় দ্বিগুণ হয়। এ বিষয়টি উন্নয়নশীল অর্থনীতিতে মূল্যস্ফীতি মোকাবেলায় লক্ষ্যভিত্তিক অর্থনৈতিক নীতির প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরে। এই অধ্যায়ে শ্রমবাজারের গতিশীলতা মূল্যায়নের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার হিসেবে মজুরি হার সূচক (WRI) তুলে ধরা হয়, যা বিভিন্ন খাতে উল্লেখযোগ্য মজুরি বৃদ্ধি নির্দেশ করে। শিল্প খাতে মাঝারি মজুরি বৃদ্ধি পরিলক্ষিত হলেও, ১৯৯৫-৯৬ থেকে ২০২২ সাল পর্যন্ত কর্মসংস্থান বণ্টন বিশ্লেষণ শিল্প ও সেবা খাতের দিকে একটি কাঠামোগত পরিবর্তনের ইঙ্গিত দেয়, যা জীবনযাত্রার ব্যয় এবং উৎপাদনশীলতার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ ন্যায্য মজুরি নীতির প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরে। এ ছাড়াও, বাংলাদেশের অর্থনীতিতে বৈদেশিক কর্মসংস্থানের প্রভাব বিশ্লেষণ করা হয়েছে, যেখানে রেমিট্যান্স প্রবাহ ২০২২-২৩ অর্থবছরে ২১.৬১ বিলিয়ন মার্কিন ডলার থেকে ২০২৩-২৪ অর্থবছরে ২৩.৯২ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে উন্নীত হয়েছে, যা জিডিপির ৫.২১ শতাংশ। প্রায় ১৬.৫ মিলিয়ন বাংলাদেশী কর্মী ১৭৬টি দেশে কর্মে নিয়োজিত থাকা বাংলাদেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি এবং দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য বৈদেশিক কর্মসংস্থানের গুরুত্ব তুলে ধরে। এছাড়া, জেন্ডার গতিশীলতা এবং বিশেষ করে সৌদি আরবের মত প্রধান বাজারের উপর লক্ষ্য রেখে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা এবং উন্নয়ন অগ্রযাত্রা শক্তিশালী করার জন্য জনশক্তি রপ্তানি এবং রেমিট্যান্সের সুবিধাগুলোর পূর্ণ ব্যবহারের লক্ষ্যে নীতি প্রণয়নের সুপারিশ করা হয়েছে।*

### বৈশ্বিক মূল্যস্ফীতি পরিস্থিতি

আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (আইএমএফ) কর্তৃক প্রকাশিত ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক আউটলুক (WEO), জুলাই ২০২৪ এ আইএমএফ ২০২৪ এবং ২০২৫ সালে মূল্যস্ফীতির হার সংশোধনপূর্বক প্রকাশ করেছে। সেবাখাতের মূল্যস্ফীতি বজায় থাকা এবং পণ্যমুল্যের মূল্যস্ফীতি বৃদ্ধির পূর্বাভাসের প্রেক্ষিতে এ সংশোধন করা হয়েছে। তবে, জ্বালানিমূল্যের হ্রাসের সাথে সাথে শ্রমবাজারের শ্লথ গতির ফলে ২০২৫ সালের শেষ নাগাদ সাধারণ মূল্যস্ফীতি লক্ষ্যমাত্রায় ফিরে আসবে বলে আশা করা হচ্ছে। তবে উদীয়মান বাজার অর্থনীতি এবং উন্নয়নশীল অর্থনীতিতে উন্নত অর্থনীতির তুলনায় মূল্যস্ফীতি বেশি থাকবে এবং ধীরগতিতে কমবে। জ্বালানি তেলের মূল্য পতনের কারণে বিকাশমান বাজার এবং উন্নয়নশীল অর্থনীতির মূল্যস্ফীতি ইতিমধ্যেই মহামারি পূর্ববর্তী অবস্থানে চলে এসেছে। রাজস্ব নীতি পরবর্তী সময়ে বৈশ্বিক অর্থনীতিতে বড় ধরনের ঝুঁকি সৃষ্টি করতে পারে। আইএমএফ এর জুলাই ২০২৪ আউটলুক অনুযায়ী ২০২৪ ও ২০২৫ সালের মূল্যস্ফীতির প্রক্ষেপণ উন্নত অর্থনীতির দেশসমুহের মূল্যস্ফীতি যথাক্রমে ২.৭ শতাংশ এবং ২.১ শতাংশে দাঁড়াবে এবং বিকাশমান বাজার ও উন্নয়নশীল অর্থনীতির দেশসমূহের ক্ষেত্রে তা যথাক্রমে ৮.২ শতাংশ এবং ৬.০ শতাংশে থাকবে। সারণি ৩.১ ও লেখচিত্র ৩.১-এ উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশসমূহের ২০১৮ থেকে ২০২৩ সাল পর্যন্ত সময়ের মূল্যস্ফীতির গতিধারা এবং ২০২৪ ও ২০২৫ সালের প্রক্ষেপণ দেখানো হলো:

**সারণি ৩.১ বৈশ্বিক মূল্যস্ফীতি (%)**

| | ২০১৮ | ২০১৯ | ২০২০ | ২০২১ | ২০২২ | ২০২৩ | ২০২৪* | ২০২৫* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| উন্নত অর্থনীতির দেশসমূহে মূল্যস্ফীতি | ২.০ | ১.৪ | ০.৭ | ৩.১ | ৭.৩০ | ৪.৬ | ২.৭০ | ২.১০ |
| বিকাশমান বাজার অর্থনীতি ও উন্নয়নশীল অর্থনীতির দেশসমূহে মূল্যস্ফীতি | ৪.৯ | ৫.১ | ৫.২ | ৫.৯ | ৯.৮ | ৮.৩ | ৮.২ | ৬.০ |

উৎস: আইএমএফ ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক আউটলুক, জুলাই ২০২৪, *প্রক্ষেপিত

**লেখচিত্র ৩.১ বৈশ্বিক মূল্যস্ফীতি**

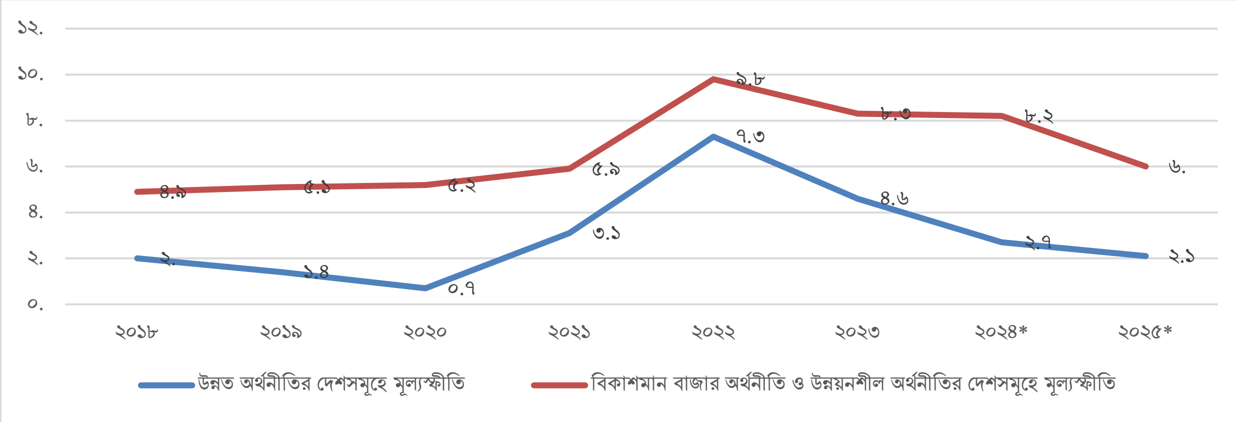


উৎস: আইএমএফ ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক প্রতিবেদন, এপ্রিল ২০২৪ *প্রক্ষেপিত

**বাংলাদেশের মূল্যস্ফীতি পরিস্থিতি**

সারণী ৩.২ এবং ৩.৩-এ, বাংলাদেশে মূল্যস্ফীতি পরিস্থিতিতে সাধারণ এবং খাতভিত্তিক মূল্য সূচকের উর্ধ্বমুখী প্রবণতা পরিলক্ষিত হয়েছে। ২০১৬-১৭ অর্থবছর থেকে ২০২১-২২ অর্থবছর পর্যন্ত সাধারণ মূল্য সূচক ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পেয়েছে, যা ২৩১.৮২ থেকে ৩০৬.১৮ তে পৌঁছেছে, এবং মূল্যস্ফীতির হ্রাস বৃদ্ধির পর ২০২১-২২ অর্থবছরে তা ৬.১৫ শতাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে। এটি মূল্যস্ফীতির চাপ বাড়িয়ে দিচ্ছে। বহিঃঘাত এবং অভ্যন্তরীণ অর্থনীতির কারণে মূল্যস্ফীতি প্রভাবিত হতে পারে।

**সারণি ৩.২ জাতীয় ভোক্তা মূল্যসূচক ও মূল্যস্ফীতি**

(ভিত্তি বছর ২০০৫-২০০৬=১০০)

| | ২০১৬-১৭ | ২০১৭-১৮ | ২০১৮-১৯ | ২০১৯-২০ | ২০২০-২১ | ২০২১-২২ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| সাধারণ সূচক (মূল্যস্ফীতি) | ২৩১.৮২ (৫.৪৪) | ২৪৫.২২ (৫.৭৮) | ২৫৮.৬৫ (৫.৪৮) | ২৭৩.২৬ (৫.৬৫) | ২৮৮.৪৪ (৫.৫৬) | ৩০৬.১৮ (৬.১৫) |
| খাদ্য সূচক (মূল্যস্ফীতি) | ২৪৮.৯০ (৬.০২) | ২৬৬.৬৪ (৭.১৩) | ২৮১.৩৩ (৫.৫১) | ২৯৬.৮৬ (৫.৫৬) | ৩১৩.৮৬ (৫.৭৩) | ৩৩২.৮৬ (৬.০৫) |
| খাদ্য-বহির্ভূত সূচক (মূল্যস্ফীতি) | ২০৯.৯২ (৪.৬১) | ২১৭.৭৬ (৩.৭৪) | ২২৯.৫৮ (৫.৪৩) | ২৪৩.০০ (৫.৮৫) | ২৫৫.৮৫ (৫.২৯) | ২৭১.৯৮ (৬.৩১) |

উৎস: বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো।

**সারণি ৩.৩ জাতীয় ভোক্তা মূল্যসূচক ও মূল্যস্ফীতি**

(ভিত্তি বছর: ২০২১-২০২২=১০০)

| | ২০২১-২২ | ২০২২-২৩ | ২০২৩-২৪ |
|---|---|---|---|
| সাধারণ সূচক | ১০০.০০ | ১০৯.০২ | ১১৯.৬৩ |
| (মূল্যস্ফীতি) | - | ৯.০২ | ৯.৭৩ |
| খাদ্য সূচক | ১০০.০০ | ১০৮.৭১ | ১২০.৩০ |
| (মূল্যস্ফীতি) | - | ৮.৭১ | ১০.৬৫ |
| খাদ্য-বহির্ভূত সূচক | ১০০.০০ | ১০৯.৩৯ | ১১৯.০৮ |
| (মূল্যস্ফীতি) | - | ৯.৩৯ | ৮.৮৬ |

**জাতীয় মূল্যস্ফীতি**

জাতীয় মূল্যস্ফীতির বর্তমান ধারায় সাধারণ মূল্যস্ফীতির হার ২০২৩-২৪ সালে ৯.৭৩ শতাংশে পৌঁছেছে, যা ২০২২-২৩ সালের ৯.০২ শতাংশের তুলনায় ০.৭১ শতাংশ পয়েন্ট বেশি। এসময়ে মাসভিত্তিক তথ্য অনুযায়ী মূল্যস্ফীতিতে কিছুটা হ্রাস বৃদ্ধি লক্ষ্য করা গেছে এবং মে, ২০২৪ মাসে এ হার ছিল সর্বোচ্চ ৯.৮৯ শতাংশ। খাদ্য মূল্যস্ফীতি ২০২২-২৩ সালের ৮.৭১ শতাংশ থেকে ২০২৩-২৪ সালে ১০.৬৫ শতাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে, যা খাদ্যপণ্য মূল্যের অস্থিতিশীলতা প্রকাশ করে। অন্যদিকে, খাদ্য-বহির্ভূত মূল্যস্ফীতি মধ্যমহারে হ্রাস পেয়েছে যা ২০২২-২৩ সালের ৯.৩৯ শতাংশ থেকে ২০২৩-২৪ সালে ৮.৮৬ শতাংশে পৌঁছে।

### গ্রাম পর্যায়ে মূল্যস্ফীতি

গ্রাম পর্যায়ে মূল্যস্ফীতি জাতীয় মূল্যস্ফীতির ধারার সাথে সঙ্গতি রেখে বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০২৩-২৪ সালে সাধারণ মূল্যস্ফীতির হার ৯.৭৬ শতাংশে পৌঁছেছে। খাদ্য মূল্যস্ফীতি ১০.৬৭ শতাংশে বৃদ্ধি পেয়ে, গ্রামীণ অঞ্চলে খাদ্যদ্রব্যের উচ্চমূল্যের প্রভাবকে প্রতিফলিত করছে। তবে, খাদ্য-বহির্ভূত মূল্যস্ফীতি ৯.৫৪ শতাংশ থেকে কমে ৮.৭১ শতাংশে পৌঁছেছে, এবং মাস ভিত্তিক মূল্যস্ফীতি তুলনামূলকভাবে স্থিতিশীল রয়েছে।

### শহর পর্যায়ে মূল্যস্ফীতি

শহরের মূল্যস্ফীতির হার জাতীয় এবং গ্রামের মূল্যস্ফীতির হারগুলোর তুলনায় কিছুটা কম ছিল। সাধারণ মূল্যস্ফীতি ২০২২-২৩ সালের ৮.৮৭ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ২০২৩-২৪ সালে ৯.৫৭ শতাংশে পৌঁছেছে। একই সময়ে খাদ্য মূল্যস্ফীতি বৃদ্ধি পেয়ে ১০.৬৫ শতাংশে পৌঁছেছে। শহর এলাকায় খাদ্য-বহির্ভূত মূল্যস্ফীতি ৯.১৩ শতাংশ থেকে হ্রাস পেয়ে ৮.৮৭ শতাংশে পৌঁছেছে।

যদিও খাদ্য-বহির্ভূত মূল্যস্ফীতি তুলনামূলকভাবে স্থিতিশীল রয়েছে তবে খাদ্য মূল্যস্ফীতির উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি পরিবারগুলির জন্য চ্যালেঞ্জ সৃষ্টি করছে, বিশেষ করে গ্রাম এলাকায় মূল্য অস্থিতিশীলতা আরও স্পষ্ট। এ থেকে প্রতীয়মান হয় যে খাদ্যদ্রব্যের মূল্য স্থিতিশীলতা এবং মূল্যস্ফীতি ব্যবস্থাপনার জন্য বিভিন্ন অঞ্চলের জন্য অঞ্চলভিত্তিক অর্থনৈতিক নীতি গ্রহণ করা প্রয়োজন।

### খাদ্য মূল্যস্ফীতি

খাদ্য মূল্য সূচকে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন দেখা যায়, যা ২০১৬-১৭ অর্থবছরে সূচক ২৪৮.৯ পয়েন্ট থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ২০২১-২২ অর্থবছরে ৩৩২.৮৬ পয়েন্ট এ পৌঁছেছে, এবং এই সময়কালে মূল্যস্ফীতির হ্রাস বৃদ্ধি ঘটেছে। ২০২০-২১ অর্থবছরে খাদ্য মূল্যস্ফীতি ছিল ৫.৭৩ শতাংশ, যা ২০২১-২২ অর্থবছরে বৃদ্ধি পেয়ে ৬.০৫ শতাংশে পৌঁছেছে। এটি খাদ্য খাতে পুনরায় মূল্য বৃদ্ধির পূর্বাভাস প্রদান করে। একইভাবে, খাদ্য-বহির্ভূত সূচক ধীরগতিতে বৃদ্ধি পেয়েছে ২০৯.৯২ থেকে ২৭১.৯৮-এ, এবং খাদ্য-বহির্ভূত মূল্যস্ফীতি ২০২১-২২ অর্থবছরে ৬.৩১ শতাংশে পেয়েছে, যা জ্বালানি এবং পরিবহন খাতের মতো খাতে মূল্য বৃদ্ধি নির্দেশ করে।

সারণী ৩.৪-এ ২০২২-২৩ এবং ২০২৩-২৪ অর্থবছরে ধারাবাহিক মূল্যস্ফীতির প্রবণতা দেখানো হয়েছে, যেখানে সাধারণ সূচক প্রায় ২০ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে (১০০ থেকে ১১৯.৬৩) এবং মূল্যস্ফীতি হার ৯.০২ শতাংশ থেকে ৯.৭৩ শতাংশে বৃদ্ধি পেতে পারে। খাদ্য মূল্যস্ফীতি উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে এটি ১০.৬৫ শতাংশে পৌঁছেছে, এবং খাদ্য-বহির্ভূত মূল্যস্ফীতি ছিল ৮.৮৬ শতাংশ। এই প্রবণতা খাদ্য এবং খাদ্য-বহির্ভূত উভয় খাতেই স্থায়ী মূল্যস্ফীতি বৃদ্ধির পূর্বাভাস প্রদান করে। এই পরিস্থিতিতে জীবনযাত্রার খরচ বৃদ্ধির পাশাপাশি লক্ষ্যভিত্তিক নীতিগত উদ্যোগ প্রয়োজন।

সারণী ৩.৪ এ ২০২৩-২৪ অর্থবছরের পয়েন্ট-টু-পয়েন্ট মূল্যস্ফীতি হারগুলোর একটি বিস্তারিত মাসভিত্তিক বিশ্লেষণ দেখা যায়, যেখানে ভিত্তি বছর ২০২১-২২ নির্ধারিত হয়েছে। এখানে জাতীয়, গ্রামীণ এবং শহুরে শ্রেণিতে সাধারণ, খাদ্য এবং খাদ্য-বহির্ভূত মূল্যস্ফীতি হার অন্তর্ভুক্ত করা হয়, যা বাংলাদেশে বিভিন্ন সেক্টর এবং ভৌগলিক অঞ্চলের মধ্যে মূল্যস্ফীতির ধারা প্রকাশ করে।

**সারণি ৩.৪: ২০২৩-২৪ অর্থবছরের (জুন, ২০২৪) মাসভিত্তিক মূল্যস্ফীতির (Point to point) ধারা**

(ভিত্তি বছর ২০২১-২২=১০০)

| মূল্যস্ফীতির ধরন | | ২০২২-২৩ | ২০২৩-২৪ | জানুয়ারি | ফেব্রুয়ারি | মার্চ | এপ্রিল | মে | জুন |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| জাতীয় | সাধারণ | ৯.০২ | ৯.৭৩ | ৯.৮৬ | ৯.৬৭ | ৯.৮১ | ৯.৭৪ | ৯.৮৯ | ৯.৭২ |
| | খাদ্য | ৮.৭১ | ১০.৬৫ | ৯.৫৬ | ৯.৪৪ | ৯.৮৭ | ১০.২২ | ১০.৭৬ | ১০.৪২ |
| | খাদ্য-বহির্ভূত | ৯.৩৯ | ৮.৮৬ | ৯.৪২ | ৯.৩৩ | ৯.৬৪ | ৯.৩৪ | ৯.১৯ | ৯.১৫ |
| গ্রাম | সাধারণ | ৯.০৮ | ৯.৭৬ | ৯.৭ | ৯.৪৮ | ৯.৬৮ | ৯.৯২ | ৯.৯৯ | ৯.৮১ |
| | খাদ্য | ৮.৭৯ | ১০.৬৭ | ৯.৪১ | ৯.২৮ | ৯.৮৬ | ১০.২৫ | ১০.৭৩ | ১০.৩৯ |
| | খাদ্য-বহির্ভূত | ৯.৫৪ | ৮.৭১ | ৯.১৯ | ৯.১ | ৯.৪১ | ৯.৬ | ৯.৩১ | ৯.২৬ |

| মূল্যস্ফীতির ধরন | | ২০২২-২৩ | ২০২৩-২৪ | জানুয়ারি | ফেব্রুয়ারি | মার্চ | এপ্রিল | মে | জুন |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **শহর** | সাধারণ | ৮.৮৭ | ৯.৫৭ | ৯.৯৯ | ৯.৮৮ | ৯.৯৪ | ৯.৪৬ | ৯.৭২ | ৯.৫৮ |
| | খাদ্য | ৮.৫২ | ১০.৬৫ | ৯.৯৮ | ৯.৮৬ | ৯.৯৮ | ১০.১৯ | ১০.৮৬ | ১০.৫৪ |
| | খাদ্য-বহির্ভূত | ৯.১৩ | ৮.৮৭ | ৯.৪৩ | ৯.৩৮ | ৯.৭১ | ৯.০১ | ৯.০৩ | ৮.৯৮ |

উৎস: বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো।

## মজুরি হার সূচক

বিবিএস ১৯৭৪ সাল হতে ১৯৬৯-৭০ অর্থবছরকে ভিত্তি বছর ধরে মজুরি হার সূচক (Wage Rate Index) নির্ণয় করে। পদ্ধতি হালনাগাদ করে ২০১০-১১ অর্থবছরকে নতুন ভিত্তিবছর হিসেবে ব্যবহার করে মজুরির হার সূচক নির্মাণ করছে, যা বর্তমান অর্থনৈতিক পরিস্থিতির সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ এবং যথাযথ বিশ্লেষণ নিশ্চিত করতে সহায়ক। সারণি ৩.৫ এ দেখা যায় মজুরি হার সূচক ভিত্তি বছর ২০১০-১১ অর্থবছরের সাথে পুনঃবিন্যাস করে বর্তমানে ২০১৩-১৪ অর্থবছর থেকে ২০২৩-২৪ অর্থবছর পর্যন্ত করা হয়েছে। এই হালনাগাদকৃত মজুরির হার সূচক মজুরি বৃদ্ধির এবং শ্রম ব্যয়ের প্রবণতার আরও সঠিক প্রতিফলন প্রদান করে। এ ছাড়াও, এটি গত দশকে অর্থনৈতিক পরিবর্তনশীলতাগুলি ধরতে সক্ষম এবং মজুরি নিয়ন্ত্রণ, শ্রম বাজারের সমন্বয় এবং মূল্যস্ফীতি সম্পর্কিত উন্নত নীতি সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহায়তা করে।

**সারণি ৩.৫: মজুরি হার সূচক ও প্রবৃদ্ধির হার**

(ভিত্তি বছর ২০১০-১১=১০০)

| বছর | চলতি বাজার মূল্যে মজুরি হার সূচক | | | | প্রবৃদ্ধির হার (পয়েন্ট টু পয়েন্ট) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | সাধারণ | কৃষি | শিল্প | সেবা | সাধারণ | কৃষি | শিল্প | সেবা |
| ২০১৩-১৪ | ১১৮.৮২ | ১১৮.৪৪ | ১১৯.০৭ | ১২০.১৬ | ৫.৫০ | ৫.৬৮ | ৪.৯৭ | ৫.৭৫ |
| ২০১৪-১৫ | ১২৪.৬৯ | ১২৪.৫১ | ১২৪.৩৮ | ১২৬.১৫ | ৪.৯৪ | ৫.১২ | ৪.৪৭ | ৪.৯৮ |
| ২০১৫-১৬ | ১৩২.৮১ | ১৩২.৪৮ | ১৩২.০২ | ১৩৬.০৩ | ৬.৫২ | ৬.৪১ | ৬.১৬ | ৭.৮৬ |
| ২০১৬-১৭ | ১৪১.৪৬ | ১৪১.২২ | ১৪০.২৭ | ১৪৫.০১ | ৬.৫০ | ৬.৫৯ | ৬.২৪ | ৬.৬০ |
| ২০১৭-১৮ | ১৫০.৫৯ | ১৫০.২৭ | ১৪৯.৪৫ | ১৫৪.৪৪ | ৬.৪৬ | ৬.৪০ | ৬.৫৫ | ৬.৫১ |
| ২০১৮-১৯ | ১৬০.২৩ | ১৫৯.৯২ | ১৫৮.৭৪ | ১৬৪.৭৮ | ৬.৪০ | ৬.৪২ | ৬.২২ | ৬.৬৯ |
| ২০১৯-২০ | ১৭০.৩৯ | ১৭০.২৮ | ১৬৮.২৪ | ১৭৫.৩৩ | ৬.৩৫ | ৬.৪৮ | ৫.৯৯ | ৬.৪১ |
| ২০২০-২১ | ১৮০.৮৩ | ১৮১.১৬ | ১৭৭.৫২ | ১৮৫.৯৯ | ৬.১২ | ৬.৩৯ | ৫.৫১ | ৬.০৭ |
| ২০২১-২২ | ১৯১.৮০ | ১৯২.২১ | ১৮৭.৮৩ | ১৯৯.৪২ | ৬.০৬ | ৬.১০ | ৫.৮৫ | ৬.৩২ |
| ২০২২-২৩ | ২০৫.৩০ | ২০৫.৬৯ | ২০১.০১ | ২১২.২৩ | ৭.০৪ | ৭.০১ | ৬.৯৭ | ৭.৩১ |
| ২০২৩-২৪* | ১১৫.৩৩ | ১১৫.৬৬ | ১১৪.৭২ | ১১৬.২২ | ৭.৭৪ | ৮.০৮ | ৭.২৪ | ৮.২৯ |

উৎস: বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো* ২০২৩-২৪ এর উপাত্তের ভিত্তিবছর ২০২১-২২=১০০

২০১০-১১ অর্থবছরের ভিত্তি বছর হিসেবে হালনাগাদকৃত বাংলাদেশের মজুরি হার সূচক (WRI) ২০১৩-১৪ থেকে ২০২৩-২৪ অর্থবছর পর্যন্ত সাধারণ, কৃষি, শিল্প এবং সেবা খাতের চলতি বাজার মূল্যে মজুরি প্রবণতা প্রদর্শন করে।

খাত ভিত্তিক মজুরি প্রবৃদ্ধি (২০২৩-২০২৪)

- সাধারণ মজুরি হারঃ সাধারণ মজুরি হার ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে, ২০১৩-১৪ অর্থবছরে ১১৮.৮২ পয়েন্ট থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ২০২২-২৩ অর্থবছরে ২০৫.৩০ পয়েন্ট হয়েছে। পূর্ববর্তী অর্থবছরের তুলনায় ২০২৩-২৪ অর্থবছরে ৭.৭৪ শতাংশে পৌঁছেছে।
- কৃষিঃ ২০১৩-১৪ অর্থবছরে কৃষি মজুরি ১১৮.৪৪ ছিল। পরবর্তীতে ২০২৩-২৪ অর্থবছরে সর্বোচ্চ ৮.০৮ শতাংশ হারে বৃদ্ধি পায় যা গ্রামীণ অর্থনীতি এবং শ্রম চাহিদার ক্ষেত্রে কৃষির গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকাকে তুলে ধরে।

- শিল্পঃ শিল্প মজুরি ২০২৩-২৪ অর্থবছরে ৭.২৪ শতাংশ হারে বৃদ্ধি পায়। শিল্প মজুরিতে বড় পরিবর্তন কম দেখা যাচ্ছে যা বর্তমানে স্থিতিশীল আছে।
- সেবাঃ ১২০.১৬ থেকে ২০২২-২৩ সালের মধ্যে ২১২.২৩ এ উন্নীত হয়ে, সেবা মজুরি ২০২৩-২৪ অর্থবছরে ৮.২৯ শতাংশ বৃদ্ধি অর্জন করেছে, যা নগরায়ন এবং খাতভিত্তিক শ্রমের চাহিদা বৃদ্ধির দ্বারা পরিচালিত হয়েছে।

মজুরি হার সূচকের (WRI) ঊর্ধ্বমুখী ধারা প্রতিফলিত হয়েছে। মজুরি সূচক মূল্যস্ফীতির সাথে প্রায় সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়েছে, বিশেষ করে কৃষি ও সেবা খাতে। তবে, শিল্প এবং অন্যান্য খাতের মধ্যে বৈষম্য লক্ষ্যভিত্তিক মজুরি সমন্বয় এবং ন্যায্য শ্রম নীতির প্রয়োজনীয়তাকে তুলে ধরে। এর ফলে বিভিন্ন খাতে জীবনযাত্রার ব্যয় এবং উৎপাদনশীলতার চাহিদার সাথে মজুরি আরও ভালোভাবে সামঞ্জস্য করা সম্ভব। এই ঊর্ধ্বমুখী মজুরি হার সূচকের প্রবণতা বাংলাদেশে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ, তবে খাতভিত্তিক মজুরি বৈষম্য কমাতে এবং সব শ্রম বিভাগের মধ্যে ন্যায্য মজুরি বৃদ্ধির বিষয়ে ধারাবাহিকভাবে গুরুত্বরোপ করা প্রয়োজন।

**শ্রমশক্তি ও কর্মসংস্থান**

সাম্প্রতিক দশকগুলিতে বাংলাদেশের কর্মসংস্থানের দৃশ্যপট পরিবর্তিত হয়েছে যেখানে শ্রম বিতরণের পরিবর্তন অর্থনীতির কাঠামোগত পরিবর্তনকে প্রতিফলিত করে। সারণী ৩.৬(ক) এবং ৩.৬(খ) ১৯৯৫-৯৬ থেকে ২০২২ সাল পর্যন্ত প্রধান খাতগুলিতে শ্রম বিতরণ সম্পর্কে ধারণা প্রদান করে। এই পরিবর্তনগুলির বিশ্লেষণ করলে কৃষি থেকে শিল্প ও সেবা খাতের দিকে শ্রমের স্থানান্তরের গুরুত্বপূর্ণ প্রবণতা প্রকাশ পায়। এই পরিবর্তন একটি বিকশিত অর্থনীতির সূচক, যা ক্রমশ বৈচিত্র্যময় অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করে।

১. কৃষি, বনজ ও মৎস্য

বাংলাদেশে কৃষি ঐতিহ্যগতভাবে কর্মসংস্থানের প্রধান খাত হিসেবে বিবেচিত হলেও এর অংশ ধীরে ধীরে হ্রাস পাচ্ছে। ১৯৯৫-৯৬ সালে ৪৮.৮৫ শতাংশ থেকে শুরু হয়ে ২০১৬-১৭ সালে কৃষি খাতে কর্মসংস্থান ৪০.৬০ শতাংশে নেমে আসে, যা নগরায়ন এবং শিল্পায়নের চলমান প্রবণতাকে প্রতিফলিত করে। তবে, ২০২২ সালে সামান্য বৃদ্ধি পেয়ে ৪৫.৩৬ শতাংশে উন্নীত হয়।

**সারণি ৩.৬ (ক) : শিল্পভিত্তিক খাতওয়ারি শ্রমিকের অংশ (%)**

(১৫ বছর বয়সের উর্ধ্বে)

| খাত | এলএফএস ১৯৯৫-৯৬ | এলএফএস ১৯৯৯-০০ | এলএফএস ২০০২-০৩ | এলএফএস ২০০৫-০৬ | এলএফএস ২০১০ | এলএফএস ২০১৩ | এলএফএস ২০১৫-১৬ | এলএফএস ২০১৬-১৭ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| কৃষি, বনজ ও মৎস্য | ৪৮.৮৫ | ৫০.৭৭ | ৫১.৬৯ | ৪৮.১০ | ৪৭.৩০ | ৪৫.১০ | ৪২.৭০ | ৪০.৬২ |
| খনিজ ও খনন | - | ০.৫১ | ০.২৩ | ০.২১ | ০.১৮ | ০.৪০ | ০.২০ | ০.২০ |
| ম্যানুফ্যাকচারিং | ১০.০৬ | ৯.৪৯ | ৯.৭১ | ১০.৯৭ | ১২.৩৪ | ১৬.৪০ | ১৪.৪০ | ১৪.৪৩ |
| বিদ্যুৎ, গ্যাস ও পানি | ০.২৯ | ০.২৬ | ০.২৩ | ০.২১ | ০.১৮ | ০.২০ | ০.৩০ | ০.২০ |
| নির্মাণ | ২.৮৭ | ২.৮২ | ৩.৩৯ | ৩.১৬ | ৪.৭৯ | ৩.৭০ | ৫.৬০ | ৫.৫৮ |
| বাণিজ্য, হোটেল ও রেস্টুরেন্ট | ১৭.২৪ | ১৫.৬৪ | ১৫.৩৪ | ১৬.৪৫ | ১৫.৪৭ | ১৪.৫০ | ১৩.৪০ | ১৪.৩৪ |
| পরিবহণ, সংরক্ষণ ও যোগাযোগ | ৬.৩২ | ৬.৪১ | ৬.৭৭ | ৮.৪৪ | ৭.৩৭ | ৬.৪০ | ৯.৪০ | ১০.৫০ |
| অর্থ, ব্যবসা ও সেবাসমূহ | ০.৫৭ | ১.০৩ | ০.৬৮ | ১.৪৮ | ১.৮৪ | ১.৩০ | ১.৬০ | ১.৯৭ |
| পণ্য ও ব্যক্তিগত সেবাসমূহ | ১৩.৮০ | ১৩.০৭ | ৫.৬৪ | ৫.৪৯ | ৬.২৬ | ৬.২০ | ৬.২০ | ৬.০৮ |
| স্বাস্থ্য, শিক্ষা, জনপ্রশাসন ও প্রতিরক্ষা | - | - | ৬.৩২ | ৫.৪৯ | ৪.২৪ | ৫.৮০ | ৬.২০ | ৬.০৮ |
| **মোট** | **১০০.০০** | **১০০.০০** | **১০০.০০** | **১০০.০০** | **১০০.০০** | **১০০.০০** | **১০০.০০** | **১০০.০০** |

উৎস: বিবিএস, শ্রমশক্তি জরিপ, ১৯৯৫-৯৬, ১৯৯৯-০০, ২০০২-০৩, ২০০৫-০৬, ২০১০, ২০১৩, ২০১৫-১৬ ও ২০১৬-১৭।

**সারণি ৩.৬ (খ) : ১৫ বছর উর্ধ্ববর্তী কর্মরত শ্রমশক্তির খাতে অংশ (শতাংশ)**

| খাত | এলএফএস | | |
|---|---|---|---|
| | ২০১৫-১৬ | ২০১৬-১৭ | ২০২২ |
| কৃষি, বনজসম্পদ এবং মৎস্য খাত | ৪২.৭ | ৪০.৬০ | ৪৫.৩৬ |
| খনিজ খনন এবং খনি কর্মকাণ্ড | ০.২ | ০.২০ | ০.০৯ |
| উৎপাদন খাত | ১৪.৪ | ১৪.৪০ | ১১.২৬ |
| বিদ্যুৎ, গ্যাস, বাষ্প এবং বায়ু শীতলীকরণ সরবরাহ | ০.২ | ০.২০ | ০.১৮ |
| পানি সরবরাহ, স্যুয়ারেজ, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা | ০.১ | - | ০.০৩ |
| নির্মাণ খাত | ৫.৬ | ৫.৬০ | ৫.৪৪ |
| পাইকারী ও খুচরা বাণিজ্য, যানবাহন মেরামত | ১৩.৪ | ১৪.২০ | ১২.৮৯ |
| পরিবহন এবং গুদামজাতকরণ | ৭.৭ | ৮.৬০ | ৮.১৫ |
| আবাসন এবং খাদ্য সেবা কার্যক্রম | ১.৭ | ১.৯০ | ২.২৮ |
| তথ্য এবং যোগাযোগ | ০.৩ | ০.৩০ | ০.৩৬ |
| আর্থিক এবং বীমা কার্যক্রম | ০.৭ | ০.৭০ | ০.৭৮ |
| রিয়েল এস্টেট কার্যক্রম | ০.২ | ০.২০ | ০.১১ |
| পেশাগত, বৈজ্ঞানিক এবং প্রযুক্তিগত কার্যক্রম | ০.৪ | ০.৪০ | ০.৬৪ |
| প্রশাসনিক এবং সহায়ক সেবা কার্যক্রম | ০.৬ | ০.৬০ | ০.৭৫ |
| সরকারি প্রশাসন এবং প্রতিরক্ষা | ১.৭ | ১.৬০ | ১.১৯ |
| শিক্ষা | ৩.৬ | ৩.৬০ | ২.৭৪ |
| মানব স্বাস্থ্য এবং সামাজিক সেবা কার্যক্রম | ০.৯ | ০.৮০ | ০.৮১ |
| শিল্প, বিনোদন এবং অবসর | ০.১ | ০.১০ | ২.২৮ |
| অন্যান্য সেবা কার্যক্রম | ৩.৮ | ৪.০০ | ১.২১ |
| গৃহস্থালির কার্যক্রম যেগুলি নিয়োগকর্তা হিসেবে কাজ করে | ১.৮ | ২.০০ | ৩.৪৪ |
| অতিরিক্ত আঞ্চলিক সংগঠনগুলির কার্যক্রম | | - | ০.০১ |
| **মোট** | **১০০.০০** | **১০০.০০** | **১০০.০০** |

সূত্র: বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (BBS)

সূত্র: BBS, শ্রমশক্তি জরিপ, ১৯৯৫-৯৬, ১৯৯৯-০০, ২০০২-০৩, ২০০৫-০৬, ২০১০, ২০১৩, ২০১৫-১৬, ২০১৬-১৭, ২০২২

২. শিল্প খাত

- উৎপাদনঃ উৎপাদন খাত ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পেয়ে ২০১৫-১৬ সালে সবোর্চ্চ ১৪.৪ শতাংশে পৌঁছে। এরপর ২০২২ সালে ১১.২৬ শতাংশে নেমে আসে। উৎপাদন খাতের এই পরিবর্তন অটোমেশন, আরও পুঁজি-ঘন শিল্পগুলোর দিকে ধাবিত হতে পারে অথবা শিল্প সম্প্রসারণে প্রতিকূলতার সম্মুখীন হতে পারে।
- খনিজ ও খননঃ অর্থনীতিতে খনিজ ও খনন খাতের ভূমিকা সীমিত অবস্থায় রয়েছে, যেখানে কর্মসংস্থান সবসময় প্রায় ০.২ শতাংশের কাছাকাছি ছিল। ২০২২ সালে এটি ০.০৯ শতাংশে নেমে এসেছে যা এ খাতের বর্তমান অবস্থান প্রকাশ করে।
- বিদ্যুৎ গ্যাস ও পানিঃ এই খাতটিও একটি স্থিতিশীল অবস্থায় রয়েছে। এ খাতে কর্মসংস্থান বছরের পর বছর প্রায় ০.২ শতাংশে স্থিতিশীল রয়েছে, যা অবকাঠামোগত সম্প্রসারণকে প্রতিফলিত করে কিন্তু সে অনুযায়ী কর্মসংস্থান বৃদ্ধি দেখা যায়নি।

৩.নির্মাণ খাত

নির্মাণ খাতের অংশ ১৯৯৫-৯৬ অর্থবছরে ২.৮৭ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ২০১৫-১৬ অর্থবছরে ৫.৬০ শতাংশে উন্নীত হয় এবং ২০২২ সালে ৫.৪৪ শতাংশে স্থিতিশীল থাকে। এই প্রবৃদ্ধি শহুরে উন্নয়ন এবং অবকাঠামো প্রকল্পের সাথে সঞ্জাতিপূর্ণ, যদিও সাম্প্রতিক বছরগুলোতে কিছু স্থবিরতা পরিলক্ষিত হয়, যা সম্ভবত বাজার সম্পৃক্তি অথবা ক্রমবর্ধমান যন্ত্রায়নের সাথে সম্পর্কিত।

৪. সেবা খাতঃ বানিজ্য, পরিবহন ও সরকারি

বানিজ্য, হোটেল এবং রেস্তোরাঁ সেবাঃ এই খাতটিতে হ্রাস/বৃদ্ধি ঘটেছে। ১৯৯০-এর দশকের শেষের দিকে শীর্ষে পৌঁছানোর পর ২০১৫-১৬ অর্থবছরে ১৩.৪ শতাংশে স্থিতিশীল হয়েছিল এবং

২০২২ সালের মধ্যে সামান্য কমে ১২.৮৯ শতাংশে নেমে এসেছে।

পরিবহণ ও সংরক্ষনঃ ক্রমবর্ধমান যোগাযোগ ব্যবস্থার মাধ্যমে দেখা যায়, পরিবহন খাতে কর্মসংস্থান ১৯৯৫-৯৬ অর্থবছরে ৬.৩২ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ২০১৬-১৭ অর্থবছরে ১০.৫০ শতাংশে উন্নীত হয়, যদিও ২০২২ সাল নাগাদ সামান্য হ্রাস পেয়ে ৮.১৫ শতাংশে নেমে আসে, যা অবকাঠামোগত উন্নয়ন এবং নগরায়ণের প্রবণতার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

জন প্রশাসন, প্রতিরক্ষা, ও শিক্ষাঃ ঐতিহ্যগতভাবে স্থিতিশীল হওয়া সত্ত্বেও, সরকারি খাতে কর্মসংস্থান ২০১৫-১৬ অর্থবছরে ৬.২০ শতাংশ থেকে হ্রাস পেয়ে ২০২২ সালে প্রায় ১.১৯ শতাংশে নেমে এসেছে।

উদীয়মান খাতসমুহঃ আর্থিক, পেশাদার গৃহস্থালি সেবা

- আর্থিক এবং বীমা কার্যক্রমঃ এই খাতে স্থিতিশীল প্রবৃদ্ধি লক্ষ্য করা গেছে, যেখানে কর্মসংস্থান ১৯৯০-এর দশকের শেষের দিকে ০.৫৭ শতাংশ থেকে ২০২২ সালে ০.৭৮ শতাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে।
- পেশাগত ও কারিগরি সেবা: যদিও অংশটি তুলনামূলকভাবে ছোট, তবুও অর্থনৈতিক বহুমুখীকরণের মধ্যে বিশেষায়িত দক্ষতার চাহিদার কারণে এই খাতটি ২০১৫-১৬ অর্থবছরে ০.৪ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ২০২২ সালে ০.৬৪ শতাংশে উন্নীত হয়েছে।
- গৃহস্থালি সেবা: এখানে কর্মসংস্থান ২০১৫-১৬ সালে ১.৮ শতাংশ থেকে ২০২২ সালে ৩.৪৪ শতাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে, যা গৃহস্থালী কর্মসংস্থানের বৃদ্ধি প্রকাশ পায়, বিশেষত শহুরে এলাকায়, যেখানে গৃহস্থালী আয় এবং সেবা ভিত্তিক চাকরির চাহিদা বৃদ্ধি পাচ্ছে।

কৃষি খাতে কর্মসংস্থানের ক্রমহ্রাসমানতা এবং একই সাথে সেবা ও শিল্প খাতে ক্রমবর্ধমানতা বাংলাদেশের অর্থনৈতিক বিবর্তনকে একটি অধিক বৈচিত্র্যময় অর্থনীতির দিকে ধাবিত করে। এই কাঠামোগত পরিবর্তন উদীয়মান খাতগুলোতে কর্মশক্তির পুনঃদক্ষতা বৃদ্ধি এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টির জন্য নীতি প্রণয়নের প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দেয়। তদুপরি, শিক্ষা এবং কারিগরি প্রশিক্ষণে ধারাবাহিক বিনিয়োগ, বিশেষ করে দ্রুত বিকাশমান খাত যেমন অর্থ, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি এবং লজিস্টিকস ইত্যাদি প্রবৃদ্ধি ধরে রাখা এবং শ্রম বাজারের পরিবর্তিত চাহিদার সাথে সামঞ্জস্য বজায় রাখার জন্য অপরিহার্য।

**বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও প্রবাস আয়**

বাংলাদেশ বিশ্বের শীর্ষস্থানীয় শ্রমশক্তি রপ্তানিকারক দেশগুলোর মধ্যে অন্যতম, যেখানে প্রবাসী কর্মীদের পাঠানো রেমিট্যান্স দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের একটি অপরিহার্য উপাদান হিসেবে কাজ করে। বৈদেশিক কর্মসংস্থান কেবল বেকারত্ব হ্রাস করে না, বরং বিভিন্ন খাতে কারিগরি প্রশিক্ষণের গুণমান এবং পরিধিও বৃদ্ধি করে। এই অবদান বাংলাদেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিকে উল্লেখযোগ্যভাবে শক্তিশালী করে, পাশাপাশি বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভও বৃদ্ধি করে। স্বাধীনতা থেকে ২০২৪ সালের জুন মাস পর্যন্ত, বিশ্বব্যাপী ১৭৬টি দেশে মোট ১৬.৫ মিলিয়ন বাংলাদেশি কর্মী নিযুক্ত হয়েছেন, যার মধ্যে শুধুমাত্র ২০২৩-২৪ অর্থবছরে প্রায় ১,১৮১,১২৩ জন ব্যক্তি বিদেশে কর্মসংস্থানে গমন করেছেন। ২০২২-২৩ অর্থবছরে, বাংলাদেশ মোট ২১,৬১০.৭৩ মিলিয়ন মার্কিন ডলার রেমিট্যান্স পেয়েছে, যা ২০২৩-২৪ অর্থবছরে বৃদ্ধি পেয়ে ২৩,৯১৫.২৭ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে উন্নীত হয়েছে। সারণী ৩.৭ এবং লেখচিত্র ৩.২ এ বিদেশে নিযুক্ত বাংলাদেশি কর্মীদের বছরভিত্তিক সংখ্যা এবং সংশ্লিষ্ট রেমিট্যান্স প্রবাহের একটি বিস্তৃত বিশ্লেষণ প্রদান করে। এছাড়াও, সারণী ৩.৮ এবং লেখচিত্র ৩.৩ এ জিডিপি এবং রপ্তানি আয়ের শতাংশ হিসেবে রেমিট্যান্স এর চিত্র দেখানো হল।

## সারণি ৩.৭: জিডিপি ও পণ্য রপ্তানি আয়ের শতকরা হারে রেমিট্যান্স

| অর্থবছর | বিদেশে কর্মরত কর্মচারীর সংখ্যা (হাজার) | প্রেরিত অর্থ | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | মিলিয়ন USD | সামঞ্জস্যপূর্ণ বছরের তুলনায় পরিবর্তন (মিলিয়ন USD) | কোটি টাকা | সামঞ্জস্যপূর্ণ বছরের তুলনায় পরিবর্তন (কোটি টাকা) |
| ২০১৪-১৫ | ৪৫৩ | ১৫৩১৬.৯১ | ৭.৬৫ | ১১৮৯৮২.৭০ | ৭.৬০ |
| ২০১৫-১৬ | ৬৭২ | ১৪৯৩১.১৫ | -২.৫২ | ১১৬৮৫৫.৭০ | -১.৭৯ |
| ২০১৬-১৭ | ৮৯৩ | ১২৭৬৯.৪৫ | -১৪.৪৮ | ১০১০৯৯.০০ | -১৩.৪৮ |
| ২০১৭-১৮ | ৮৬৬ | ১৪৯৮১.৬৯ | ১৭.৩২ | ১২৩১৫৬.০০ | ২১.৮২ |
| ২০১৮-১৯ | ৬৫৯ | ১৬৪১৯.৬৩ | ৯.৬০ | ১৩৮০০৬.৬০ | ১২.০৬ |
| ২০১৯-২০ | ৪৯৮ | ১৮২০৫.০১ | ১০.৮৭ | ১৫৪৩৫৩.১০ | ১১.৮৪ |
| ২০২০-২১ | ২৭১ | ২৪৭৭৭.৭১ | ৩৬.১০ | ২১০১৩০.৬০ | ৩৬.১৪ |
| ২০২১-২২ | ৯৬৬ | ২১০৩১.৬৮ | -১৫.১২ | ১৮১৫৮০.৫০ | -১৩.৫৯ |
| ২০২২-২৩ | ১১২৬ | ২১৬১০.৭৩ | ২.৭৫ | ২১৫০৭৩.৬১ | ১৮.৪৫ |
| ২০২৩-২৪ | ১১৮১ | ২৩৯১২.২০ | ১০.৬৫ | ২৬৬১৮০.০০ | ২৩.৭৬ |

উৎস: বাংলাদেশ শ্রম, কর্মসংস্থান এবং প্রশিক্ষণ ব্যুরো (বিএমইটি) এবং বাংলাদেশ ব্যাংক।

## লেখচিত্র ৩.২: জনশক্তি রপ্তানি এবং প্রেরিত অর্থের প্রবাহ

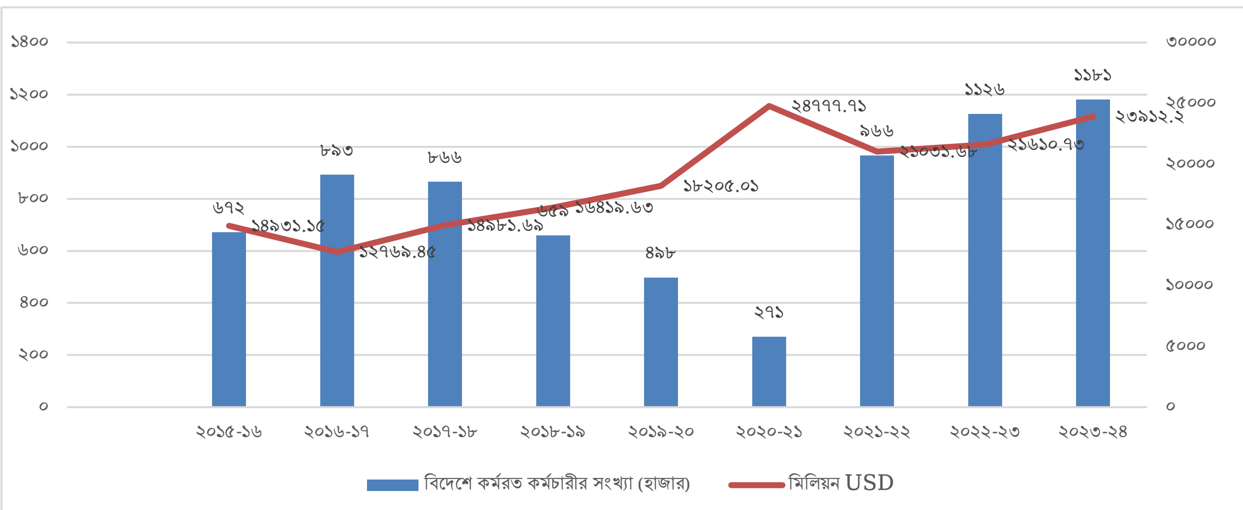


উৎস: বিএমইটি, বাংলাদেশ ব্যাংক।

## সারণী ৩.৮: মোট দেশজ উৎপাদন (GDP) এবং রপ্তানি আয়ের শতাংশ হিসেবে প্রেরিত অর্থ

| নির্দেশক | অর্থ বছর | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ২০১৪-১৫ | ২০১৫-১৬ | ২০১৬-১৭ | ২০১৭-১৮ | ২০১৮-১৯ | ২০১৯-২০ | ২০২০-২১ | ২০২১-২২ | ২০২২-২৩ | ২০২৩-২৪ |
| জিডিপি'র শতকরা হার | ৮.৮৬ | ৭.৬৫ | ৫.৭৭ | ৬.০০ | ৫.১১ | ৫.১৮ | ৫.৯৫ | ৪.৫৬ | ৪.৭৬ | ৫.২১ |
| রপ্তানির শতকরা হার | ৪৯.০৮ | ৪৩.৫৯ | ৩৬.৮৫ | ৪০.৮৬ | ৪০.৫১ | ৫৪.০৬ | ৬৩.৯৩ | ৪০.৩৮ | ৬৩.৮৫ | ৫৩.৭৭ |

উৎস: বাংলাদেশ ব্যাংক, বিবিএস এবং ইপিবি
দ্রষ্টব্য: জিডিপির ভিত্তি বছর ২০১৫-১৬ (২০১৬ অর্থবছর থেকে)

বিগত এক দশকের বৈদেশিক কর্মসংস্থানের সাধারণ উর্ধ্বমুখী প্রবণতা প্রকাশ পায়, যদিও কিছু হ্রাস-বৃদ্ধি পরিলক্ষিত হয়েছে। বিশেষভাবে, ২০২৩-২৪ অর্থবছরে রেমিট্যান্স প্রবাহ ২৩,৯১২.২০ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে পৌঁছেছে, যা ২০২২-২৩ অর্থবছরে ছিল ২১,৬১০.৭৩ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। এটি ২০২৩-২৪ অর্থবছরে জিডিপির ৫.২১ শতাংশ এবং মোট রপ্তানি আয়ের ৫৩.৭৭ শতাংশে অবদান রেখেছে। সারণী ৩.৮ এবং লেখচিত্র ৩.৩ এ, ২০১৪-১৫ অর্থবছর থেকে ২০২৩-২৪ অর্থবছর পর্যন্ত জিডিপি এবং মোট রপ্তানি আয়ের শতকরা হারে রেমিট্যান্স প্রবাহ দেখানো হল। ।

লেখচিত্র ৩.৩: মোট দেশজ উৎপাদন (GDP) এবং রপ্তানি আয়ের শতাংশ হিসেবে প্রেরিত অর্থ

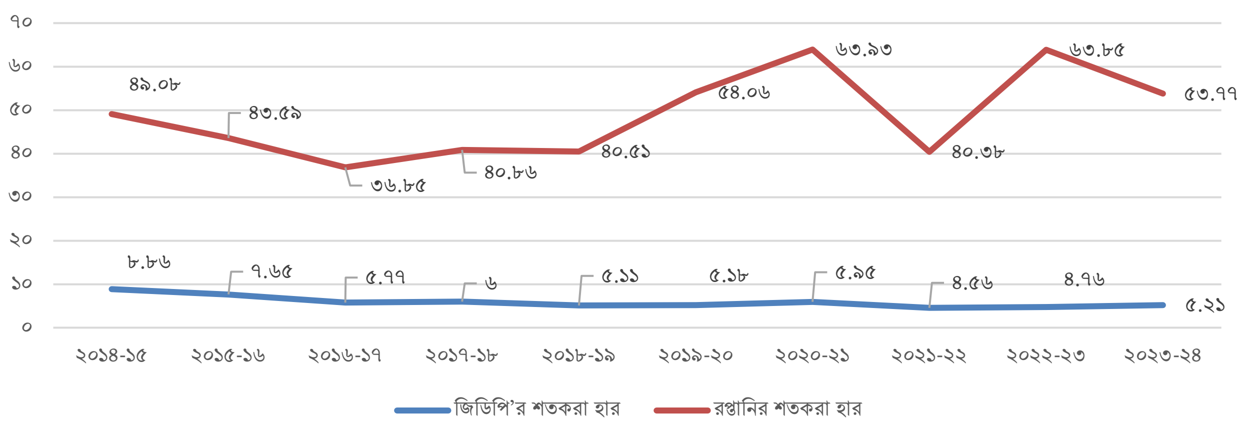


উৎস: বাংলাদেশ ব্যাংক, বিবিএস, ইপিবি

### শ্রেণিভিত্তিক জনশক্তি রপ্তানি

সারণি ৩.৯ এ শ্রেণিভিত্তিক জনশক্তি রপ্তানির পরিসংখ্যান তুলে ধরা হলো। উক্ত সারণি থেকে দেখা যায় যে, গত ২০১৪-১৫ অর্থ বছর থেকে ২০২৩-২৪ অর্থ বছর পর্যন্ত পেশাজীবী কর্মী, দক্ষ কর্মী ও অর্ধ-দক্ষ কর্মী গমনের হার ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে। সারণীতে আরও দেখা যায় বিদেশী কর্মসংস্থান এখনও প্রধানত অর্ধ-দক্ষ এবং কম দক্ষ কর্মীদের দ্বারা চালিত, যারা ২০২৩-২৪ অর্থবছরে যথাক্রমে ২২.২৫ শতাংশ এবং ৪৫.৭৪ শতাংশ প্রবাসী কর্মীদের প্রতিনিধিত্ব করেছেন।

দক্ষতা ভিত্তিক ডেটা পর্যালোচনায় দেখা যায় ২০১৪-১৫ অর্থবছরের তুলনায় ২০২৩-২৪ অর্থবছরে পেশাদার কর্মীদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। পেশাদার কর্মীদের হার ২০১৪-১৫ অর্থবছরে মোট কর্মশক্তির প্রায় ০.৩১ শতাংশ ছিল, ২০২৩-২৪ অর্থবছরে তা ৬ শতাংশে পৌঁছেছে। অপরদিকে, কম দক্ষ কর্মীদের অনুপাতও বৃদ্ধি পেয়েছে, একই সময়কালে ৪০ শতাংশ থেকে ৪৬ শতাংশে পৌঁছেছে। তদুপরি, অর্ধ-দক্ষ কর্মীদেরও এই সময়সীমায় বৃদ্ধি হয়েছে, যা প্রবাসী কর্মীদের মধ্যে একটি বৈচিত্র্যপূর্ণ ধরন প্রকাশ করে।

**সারণী ৩.৯: দক্ষতা অনুযায়ী প্রবাসীদের সংখ্যা**

| অর্থ বছর | পেশাজীবী | | দক্ষ | | আধাদক্ষ | | স্বল্পদক্ষ | | মোট |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | সংখ্যা | শতকরা হার | সংখ্যা | শতকরা হার | সংখ্যা | শতকরা হার | সংখ্যা | শতকরা হার | |
| ২০১৪-১৫ | ১৩৯৫ | ০.৩১ | ১৭৭২৯২ | ৩৯.১০ | ৯১৯৯৫ | ২০.২৯ | ১৮২৭১৬ | ৪০.৩০ | ৪৫৩৩৯৮ |
| ২০১৫-১৬ | ৩০৪৭ | ০.৪৫ | ২৮৮০৩০ | ৪২.৮২ | ৮৫৯০০ | ১২.৭৭ | ২৯৫৭৪৪ | ৪৩.৯৬ | ৬৭২৭২১ |
| ২০১৬-১৭ | ৫২৪১ | ০.৫৯ | ২৮৮৩৮৭ | ৩২.৩৬ | ১৯২৭৩২ | ২১.৫৬ | ৪০৭৩৭৬ | ৪৫.৫৮ | ৮৯৩৭৩৬ |
| ২০১৭-১৮ | ৩৩৬৩ | ০.৩৯ | ৩৩৬৮৭০ | ৩৮.৮৮ | ১২৯০০০ | ১৪.৮৯ | ৩৯৭১৮৪ | ৪৫.৮৪ | ৮৬৬৪১৭ |
| ২০১৮-১৯ | ২০৭৩ | ০.৩১ | ২৫২৮৬২ | ৩৮.৩৭ | ২৭০০৭ | ৪.১০ | ৩৭৭১০২ | ৫৭.২২ | ৬৫৯০৪৪ |
| ২০১৯-২০ | ১১৩৭ | ০.২৩ | ১৬৬২৮০ | ৩৩.৩২ | ২৫৩৭২ | ৫.০৮ | ৩০৬১৯৪ | ৬১.৩৬ | ৪৯৮৯৮৩ |
| ২০২০-২১ | ২৩৯ | ০.০৯ | ৬১৬২৪ | ২২.৭০ | ১০০৫৪ | ৩.৭০ | ১৯৯৫২৮ | ৭৩.৫১ | ২৭১৪৪৫ |
| ২০২১-২২ | ৩০৮২ | ০.৩২ | ১৯৭১৯০ | ২০.৮০ | ২৪৩৪৩ | ২.৫২ | ৭৪১৮৮৮ | ৭৬.৭৬ | ৯৬৬৫০৩ |
| ২০২২-২৩ | ১০৩৩৯ | ০.৯২ | ২৮৪৬৪৬ | ২৫.২৮ | ১৩৪০০৬ | ১১.৯০ | ৬৯৭০৬৯ | ৬১.৯০ | ১১২৬০৬০ |
| ২০২৩-২৪ | ৭১৯৯২ | ৬.০ | ৩০৬০৯৪ | ২৫.৯৬ | ২৬২৭৯৯ | ২২.২৫ | ৫৪০২৩৮ | ৪৫.৭৪ | ১১৮১১২৩ |

উৎস: বাংলাদেশ শ্রম, কর্মসংস্থান এবং প্রশিক্ষণ ব্যুরো।

**লেখচিত্র ৩.৪: দক্ষতা অনুযায়ী প্রবাসীদের সংখ্যা**

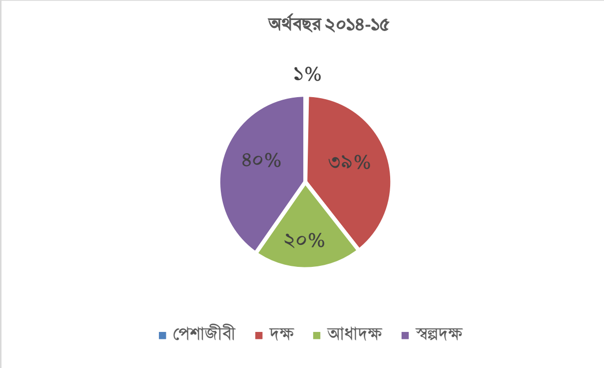


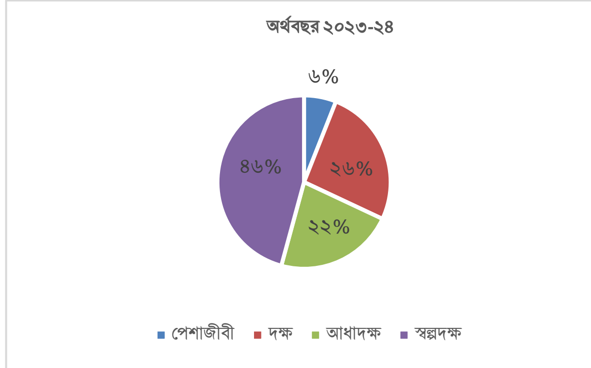


## প্রবাসী নারী কর্মজীবী

বিগত কয়েক বছরে প্রবাসী নারী কর্মজীবীদের সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০১৪-১৫ অর্থবছরে প্রবাসী নারী কর্মজীবীদের সংখ্যা ছিল ৮৯,২৫২, যা মোট অভিবাসনের ১৯.৭০ শতাংশ। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে, বৈদেশিক কর্মসংস্থান

**সারণী ৩.১০: প্রবাসী বাংলাদেশি মহিলা কর্মীদের সংখ্যা**

| অর্থ বছর | শ্রমজীবীর সংখ্যা |
|---|---|
| ২০১৪-১৫ | ৮৯২৫২ |
| ২০১৫-১৬ | ১২৪৮৬৯ |
| ২০১৬-১৭ | ১১২৩৭৫ |
| ২০১৭-১৮ | ১১৩৮৮২ |
| ২০১৮-১৯ | ১০৭৫৫৮ |
| ২০১৯-২০ | ৬০৯৪৪ |
| ২০২০-২১ | ৩৮৮১২ |
| ২০২১-২২ | ১০৫২৪১ |
| ২০২২-২৩ | ৮৭০৪৬ |
| ২০২৩-২৪ | ৬৫০১২ |

উৎস: বিএমইটি.

প্রাপ্ত প্রবাসী নারী কর্মজীবীদের সংখ্যা ছিল ৬৫,০১২, যা মোট প্রবাসী কর্মশক্তির ৫.৪২ শতাংশ। সারণী ৩.১০ এ ২০১৪-১৫ থেকে ২০২৩-২৪ অর্থবছর পর্যন্ত প্রবাসী নারী কর্মজীবীদের পরিসংখ্যান দেখানো হলো।

## দেশভিত্তিক জনশক্তি রপ্তানি ও প্রবাস আয়

বেশিরভাগ বাংলাদেশি প্রবাসী সৌদি আরব, সংযুক্ত আরব আমিরাত, কুয়েত, ওমান, মালয়েশিয়া, সিঙ্গাপুর, বাহরাইন, কাতার, জর্ডান, লেবানন, দক্ষিন কোরিয়া, ব্রুনেই, মৌরিতাস, যুক্তরাজ্য এবং ইতালি কর্মরত রয়েছে। বিদেশী কর্মসংস্থানের তথ্য বিশ্লেষণ করে দেখা যায় ২০১৪-১৫ অর্থবছর থেকে ২০২৩-২৪ অর্থবছর সময়ে মোট বিদেশে কর্মরত জনশক্তির ৯০ শতাংশ কর্মী মধ্যপ্রাচ্যে গিয়েছেন। সারণি ৩.১১ এ ২০১৪-১৫ অর্থবছর থেকে ২০২৩-২৪ অর্থবছর পর্যন্ত দেশভিত্তিক প্রবাসী বাংলাদেশি জনশক্তির সংখ্যা এবং লেখচিত্র ৩.৫(ক) এবং ৩.৫(খ) ২০১৪-১৫ থেকে ২০২৩-২৪ সময়কালে গুরুত্বপূর্ণ দেশগুলোতে বাংলাদেশীদের বৈদেশিক কর্মসংস্থানের বছর-ভিত্তিক ধারা দেখানো হলো।

**সারণী ৩.১১: দেশভিত্তিক বিদেশী কর্মসংস্থান**

| অর্থ বছর | সৌদি আরব | কুয়েত | কাতার | ইউএই | মৌরিতাস | ওমান | মালয়েশিয়া | সিঙ্গাপুর | লেবানন | অন্যান্য | মোট |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ২০১৪-১৫ | ১৫৩৫১ | ১১১১৪ | ১০৪২৯৭ | ২৮৬০৬ | ৫৭৪৭ | ১০৬৫২২ | ৬৭১৬ | ৫৪৯৭২ | ১৯৬৮৩ | ১০০৩৯০ | ৪৫৩৩৯৮ |
| ২০১৫-১৬ | ১০৩৫৭২ | ১৯৪০৬ | ১৩৬৭৫৮ | ১৩৬০৪ | ৫১০৩ | ১৭৬১৩৯ | ৫১০৩৫ | ৫৮৪৩৮ | ১৬৭২৯ | ৯১৯৩৭ | ৬৭২৭২১ |
| ২০১৬-১৭ | ৩৯০৪৫৪ | ৫৩৬৩০ | ১০৪১৯৮ | ৪৩৭১ | ৪৪৩০ | ১৩৬০০৭ | ২৯৯৯৩ | ৪৪৬২৯ | ১২০১২ | ১১৪০১২ | ৮৯৩৭৩৬ |
| ২০১৭-১৮ | ৩৯৩৩৭২ | ৪২৪৮২ | ৭০৪৫৩ | ৩২৬৪ | ৬৬৩৫ | ৭৬৮৭৭ | ১৭৫৪৭৫ | ৪০১৩৪ | ৭০৭৬ | ৫০৬৪৯ | ৮৬৬৪১৭ |
| ২০১৮-১৯ | ৩০১৩২৫ | ১৩২৭১ | ৭২৪৯৮ | ৩৩৭৩ | ৭২৩২ | ৭২২২২ | ৮৪২১১ | ৪৫১৮৬ | ৫২৩১ | ৫৪৪৯৫ | ৬৫৯০৪৪ |
| ২০১৯-২০ | ৩৪৪২২৬ | ৮৯২৭ | ১৭৬১৬ | ২৫১৪ | ৫৯৮৩ | ৫২৯৩৩ | ৪৯৩ | ৩৫৯০১ | ২৪৯১ | ২৭৮৯৯ | ৪৯৮৯৮৩ |
| ২০২০-২১ | ২১৭১০৪ | ৭১ | ৩০২৪ | ৪৪০৬ | ২৮ | ২২৯৩৯ | ১৮ | ১২৮৮০ | ৮২ | ১০৮৯৩ | ২৭১৪৪৫ |
| ২০২১-২২ | ৬৫৩৪১৪ | ৮০৮৫ | ১৮৩১৪ | ৮৩৬৫৬ | ২৪০০ | ১১৯৭২৯ | ১০২ | ৪৪৭৫৫ | ৪৩০ | ৩৫৬১৮ | ৯৬৬৫০৩ |
| ২০২২-২৩ | ৪৫৩০৩৫ | ৩০০৭৬ | ২৮৬৪২ | ৭৯০৪৮ | ৪৪০১ | ১৭২৫৫২ | ২২৮১৭৪ | ৬১৩৩৪ | ১৯৩৯ | ৬৬৮৫৯ | ১১২৬০৬০ |
| ২০২৩-২৪ | ৫২৬০৩৮ | ৩৪৩৬৫ | ৮১৮০৪ | ৮৯৪৬৯ | ৯২ | ৫১৯৪২ | ২৪৮৭১৪ | ৫৩৩৮৭ | ৪৮৬১ | ৯০৪৫১ | ১১৮১১২৩ |

উৎস: জনশক্তি কর্ম-সংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

বাংলাদেশের বৈদেশিক শ্রমবাজার ক্রমাগত পরিবর্তনশীল। চলতি দশকে দেশভিত্তিক জনশক্তি রপ্তানি পরিস্থিতির ব্যাপক পরিবর্তন হয়েছে। সৌদি আরবে ২০১৪-১৫ অর্থবছরে জনশক্তি রপ্তানি মোট জনশক্তি রপ্তানির মাত্র ৩.০ শতাংশ ছিল, ২০২৩-২৪ অর্থবছরে তা বৃদ্ধি পেয়ে ৪২.৯২ শতাংশে দাঁড়িয়েছে।

অন্যদিকে মালয়েশিয়ায় ২০১৪-১৫ অর্থবছরে জনশক্তি রপ্তানি মোট জনশক্তি রপ্তানির মাত্র ২.০ শতাংশ হলেও ২০২৩-২৪ অর্থবছরে তা বৃদ্ধি পেয়ে ২১.০ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। ২০১৪-১৫ অর্থবছরে বিদেশে কর্মসংস্থানে যাওয়া মহিলাদের সংখ্যা ছিল ৮৯,২৫২, যেখানে ২০২৩-২৪ অর্থবছরে এই সংখ্যা কমে দাঁড়ায় ৬৫,০১২।

**লেখচিত্র ৩.৫ (ক): ২০১৪-১৫ অর্থবছরে বিভিন্ন দেশে বিদেশি কর্মসংস্থান**

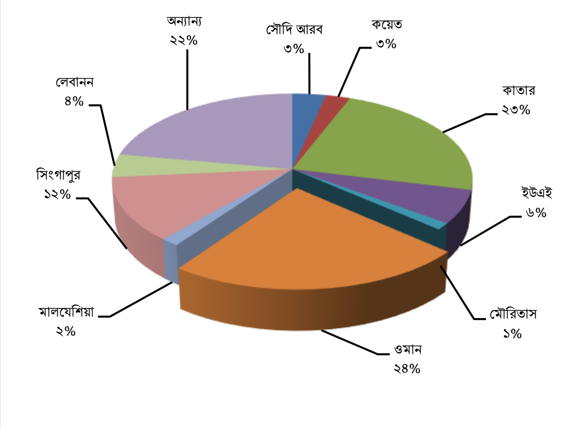


**লেখচিত্র ৩.৫ (খ): ২০২৩-২৪ অর্থবছরে বিভিন্ন দেশে বিদেশি কর্মসংস্থান**

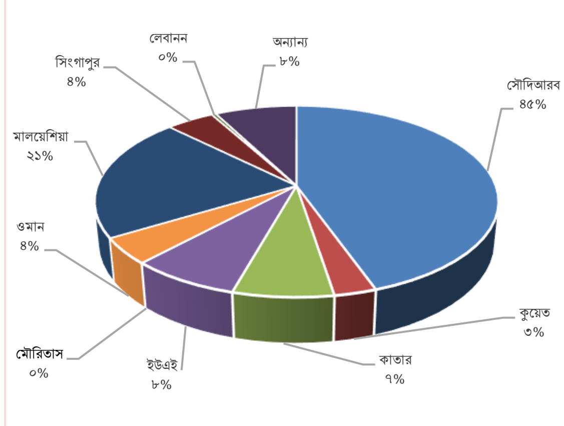


উৎস: জনশক্তি কর্ম-সংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

এখানে উল্লেখ্য যে, বাংলাদেশে আগত রেমিট্যান্সের বৃহত্তম অংশ এসেছে মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলো থেকে। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে, সর্বোচ্চ রেমিট্যান্সের অংশ এসেছে সংযুক্ত আরব আমিরাত (UAE) থেকে, যা মোট রেমিট্যান্সের ১৯.৪ শতাংশ ছিল। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে রেমিট্যান্স প্রবাহের দেশভিত্তিক তথ্য অনুযায়ী, যুক্তরাষ্ট্র দ্বিতীয় সর্বোচ্চ রেমিট্যান্স প্রেরণকারী দেশ, যা মোট রেমিট্যান্সের ১২.৪ শতাংশ, এরপর রয়েছে যুক্তরাজ্য (১১.৭%), সৌদি আরব (১১.৫%) এবং মালয়েশিয়া (৭.৩%)। ২০১৩-১৪ থেকে ২০২৩-২৪ অর্থবছর পর্যন্ত দেশভিত্তিক রেমিট্যান্সের অংশ (শতাংশ) এবং প্রবাসী বাংলাদেশিদের প্রেরিত রেমিট্যান্সের তুলনামূলক পরিসংখ্যান সারণী ৩.১২ এবং লেখচিত্র ৩.৬-এ দেখানো হলঃ

**সারণি ৩.১২: দেশভিত্তিক প্রবাসী বাংলাদেশি কর্মজীবীদের প্রেরিত অর্থের পরিমাণ**

(মিলিয়ন মার্কিন ডলার)

| অর্থবছর | সৌদি আরব | সংযুক্ত আরব আমিরাত | কাতার | ওমান | কুয়েত | বাহরাইন | মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র | যুক্তরাজ্য | মালয়েশিয়া | সিঙ্গাপুর | অন্যান্য | সর্বমোট |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ২০১৩-১৪ | ৩১১৯.৬ | ২৬৮৪.৯ | ২৫৭.৫ | ৭০১.১ | ১১০৬.৯ | ৪৫৯.৪ | ২৩২৩.৩ | ৯০১.২ | ১০৬৪.৭ | ৪২৯.১ | ১১৮০.৬ | ১৪২২৮.৩ |
| ২০১৪-১৫ | ৩৩৪৫.২ | ২৮২৩.৮ | ৩১০.২ | ৯১৫.৩ | ১০৭৭.৮ | ৫৫৪.৩ | ২৩৮০.২ | ৮১২.৩ | ১৩৮১.৫ | ৪৪৩.৪ | ১২৭২.৯ | ১৫৩১৬.৯ |
| ২০১৫-১৬ | ২৯৫৫.৬ | ২৭১১.৭ | ৪৩৫.৬ | ৯০৯.৭ | ১০৪০.০ | ৪৯০.০ | ২৪২৪.৩ | ৮৬৩.৩ | ১৩৩৭.১ | ৩৮৭.২ | ১৩৭৬.৬ | ১৪৯৩১.১ |
| ২০১৬-১৭ | ২২৬৭.২ | ২০৯৩.৫ | ৫৭৬.০ | ৮৯৭.৭ | ১০৩৩.৩ | ৪৩৭.১ | ১৬৮৮.৯ | ৮০৮.২ | ১১০৩.৬ | ৩০০.৯ | ১৫৬৩.১ | ১২৭৬৯.৫ |
| ২০১৭-১৮ | ২৫৯১.৬ | ২৪৩০.০ | ৮৪৪.১ | ৯৫৮.২ | ১১৯৯.৭ | ৫৪১.৬ | ১৯৯৭.৫ | ১১০৬.০ | ১১০৭.২ | ৩৩০.২ | ১৮৭৫.৬ | ১৪৯৮১.৭ |
| ২০১৮-১৯ | ৩১১০.৪ | ২৫৪০.৪ | ১০২৩.৯ | ১০৬৬.১ | ১৪৬৩.৪ | ৪৭০.১ | ১৮৪২.৯ | ১১৭৫.৬ | ১১৯৭.৬ | ৩৬৮.৩ | ২১৬০.৯ | ১৬৪১৯.৬ |
| ২০১৯-২০ | ৪০১৫.২ | ২৪৭২.৬ | ১০১৯.৬ | ১২৪০.৫ | ১৩৭২.২ | ৪৩৭.২ | ২৪০৩.৪ | ১৩৬৪.৯ | ১২৩১.৩ | ৪৫৭.৪ | ২১৯০.৭ | ১৮২০৫ |
| ২০২০-২১ | ৫৭২১.৪ | ২৪৪০.০ | ১৪৫০.২ | ১৫৩৫.৬ | ১৮৮৬.৫ | ৫৭৭.৭ | ৩৪৬১.৭ | ২০২৩.৬ | ২০০২.৪ | ৬২৪.৯ | ৩০৫৩.৭ | ২৪৭৭৭.৭ |
| ২০২১-২২ | ৪৫৪২.০ | ২০৭১.৯ | ১৩৪৬.৫ | ৮৯৭.৪ | ১৬৮৯.৬ | ৫৬৬.৬ | ৩৪৩৮.৪ | ২০৩৯.২ | ১০২১.৯ | ৩৮৫.২ | ৩০৩৩.১ | ২১০৩১.৭ |
| ২০২২-২৩ | ৩৭৬৫.৩ | ৩০৩৩.৯ | ১৪৫২.৭ | ৭৯০.৭ | ১৫৫৫.২ | ৫২৮.৩ | ৩৫২২.০ | ২০৮০.৪ | ১১২৫.৯ | ৪২৩.৩ | ৩৩৩৩.০ | ২১৬১০.৭ |
| ২০২৩-২৪ | ২৭৪১.৫ | ৪৬৩৫.৬ | ১১৫০ | ১১২৩.৫ | ১৪৯৬.৭ | ৬৩৯.২ | ২৯৬১.৬ | ২৭৯৩.২ | ১৭৪৪.৪ | ৬৩২.৩ | ৩৯৯৪.২ | ২৩৯১২.২ |

উৎস: বাংলাদেশ ব্যাংক

**লেখচিত্র ৩.৬: অর্থবছর ২০১৩-১৪ এবং ২০২৩-২৪ এ দেশভিত্তিক প্রেরিত অর্থ প্রবাহের তুলনামূলক শতকরা হার**

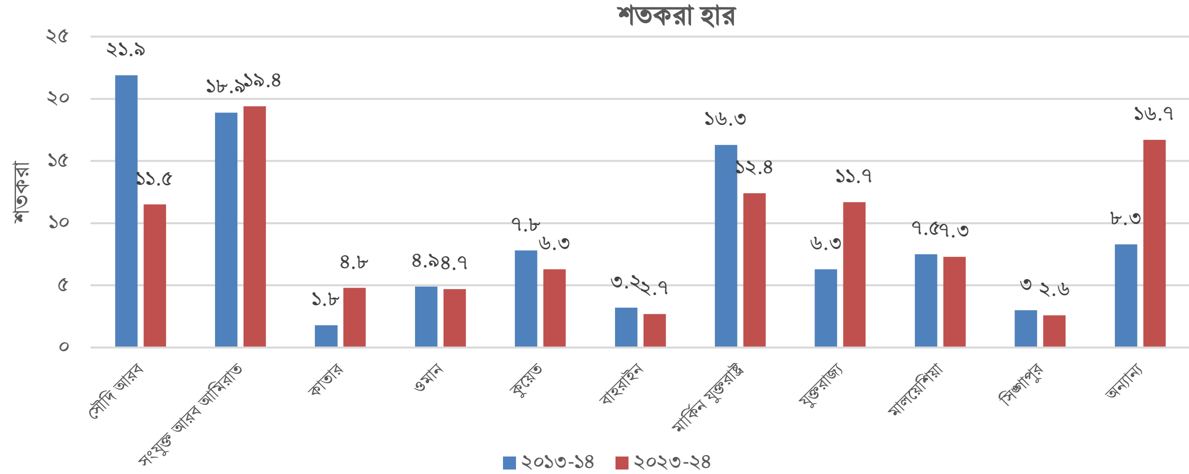


উৎস: বাংলাদেশ ব্যাংক।

সরকার বিদেশে শ্রম বাজারের সুযোগ বৃদ্ধি, অভিবাসন খরচ কমানো, দক্ষ শ্রমিকদের অভিবাসন প্রচার এবং প্রবাসী শ্রমিকদের কল্যাণ সেবা প্রদান করতে বেশ কয়েকটি পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও প্রবাস আয় বৃদ্ধির লক্ষ্যে গৃহীত উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপসমূহ নিম্নরুপঃ

**ক) শ্রমবাজার সম্প্রসারণ**

মধ্যপ্রাচ্য বাংলাদেশের অন্যতম প্রধান ও সুপরিচিত শ্রমবাজার হলেও সাম্প্রতিক পরিস্থিতির জন্য বিকল্প গন্তব্য অনুসন্ধান করা হচ্ছে। প্রবাসী কল্যান ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় এর অধীনে আলাদা শ্রমবাজার গবেষণা সেল শ্রমবাজার সম্প্রসারণের জন্য কাজ করছে। সম্প্রতি জাপান, গ্রীস, মালদ্বীপ এবং ব্রুনাইয়ের সাথে কর্মী প্রেরণের বিষয়ে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছে। পোল্যান্ড, সিসিলি, আলবেনিয়া, রোমানিয়া, স্লোভেনিয়ায় কর্মী প্রেরণ করা হচ্ছে।

**খ) অভিবাসন ব্যয় হ্রাস**

বাংলাদেশে অভিবাসন প্রক্রিয়ায় অন্যতম প্রধান অন্তরায় উচ্চ অভিবাসন ব্যয়। এ ব্যয় যৌক্তিক পর্যায়ে রাখার লক্ষ্যে সরকার নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। একমাত্র রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন নিয়োগকারী সংস্থা বাংলাদেশ ওভারসিজ এমপ্লয়মেন্ট এন্ড সার্ভিসেস লিমিটেড (বোয়েসেল) কর্তৃক বিনা ব্যয়ে অথবা সর্বনিম্ন অভিবাসন ব্যয়ে জর্ডানে কর্মী প্রেরণ করা হচ্ছে। বোয়েসেল এর মাধ্যমে জুলাই ২০০৯ হতে ২০২৪ পর্যন্ত মোট ১,৪৩,৯১০ জন কর্মীকে কম ব্যয়ে দক্ষিণ কোরিয়াসহ বিভিন্ন দেশে প্রেরণ করা হয়েছে।

**গ) প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের মাধ্যমে দক্ষতা উন্নয়ন**

বিশ্বের শ্রমবাজারে অধিক সংখ্যক দক্ষ শ্রমিক প্রেরণের লক্ষ্যে ৬টি ইনস্টিটিউট অব মেরিন টেকনোলজি এবং ১০৪ টি কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র হতে নিয়মিত প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। ২০০৯ হতে ডিসেম্বর ২০২৩ পর্যন্ত সময়ে কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রসমূহের মাধ্যমে দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত মোট কর্মীর সংখ্যা ১৩,০০,০০০ জন, যার মধ্যে উল্লেখযোগ্যসংখ্যক নারী কর্মী রয়েছে। কারিগরি প্রশিক্ষণের গুরুত্ব বিবেচনায় ৪০টি উপজেলায় ৪০টি কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র নির্মাণ কাজ শেষ পর্যায়ে এবং ৩৭ টি টিটিসি তে কার্যক্রম চলমান আছে। উপজেলা পর্যায়ে ৫০টি নতুন টিটিসি স্থাপনের প্রচেষ্টা চলছে, এবং সৌদি আরব ও হংকংয়ের সহায়তায় নারীদের জন্য বিশেষায়িত প্রশিক্ষণের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

**(ঘ) প্রবাসী কর্মীদের জন্য কল্যাণ সেবা**

১৯৯০ সালে প্রতিষ্ঠিত মজুরি আয়ের কল্যাণ তহবিল, বিভিন্ন ধরনের সহায়তা সেবা প্রদান করে আসছে যার মধ্যে রয়েছে প্রবাসী শ্রমিকদের পুনর্বাসনে সহায়তা, প্রবাসী শ্রমিকদের সন্তানদের জন্য বৃত্তি, এবং আহত শ্রমিকদের চিকিৎসা সহায়তা উল্লেখযোগ্য। ২০০৯ থেকে ২০২৪ সাল পর্যন্ত, ৪৬,৭১৫ জন মৃত শ্রমিককে পুনর্বাসিত করা হয়েছে এবং তাদের পরিবারকে ১৬০.৫৬ কোটি টাকা প্রদান করা হয়েছে। অতিরিক্ত সহায়তার মধ্যে রয়েছে একটি প্রবাসী বীমা স্কিম, প্রতিবন্ধী শ্রমিকদের জন্য আর্থিক সহায়তা, এবং ঢাকা বিমানবন্দরের কাছে প্রবাসী শ্রমিকদের জন্য অস্থায়ী আবাসনের জন্য মজুরি আয়ের কেন্দ্র স্থাপন।

**(ঙ) প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক ঋণ**

প্রবাসী কর্মীদের পুনর্বাসন এবং স্বনির্ভরতার জন্য, প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংকের মাধ্যমে ২০২৩-২৪ অর্থবছরে ৫৩,২২৪ জন কর্মীকে ১,১৭৭.০২ কোটি টাকার অভিবাসন ঋণ, ৪২৭ জন নারী কর্মীকে ৮.১৭ কোটি টাকার নারী অভিবাসন ঋণ এবং ১,৮৪০ জন কর্মীকে ৫২.৪৭ কোটি টাকার পুনর্বাসন ঋণ প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া, ২০২৩-২৪ অর্থবছরে মোট ৫৭,৮৭৫ জন কর্মীকে কম সুদে এবং সহজ শর্তে ১,৩০৮.২৩ কোটি টাকার ঋণ প্রদান করা হয়েছে।

**চ) অভিবাসন ব্যবস্থাপনায় ডিজিটাইজেশন**

জালিয়াতি প্রতিরোধ করতে, অভিবাসী কর্মীদের আঙুলের ছাপসহ একটি ডিজিটাল ডেটাবেস স্থাপন করা হয়েছে, পাশাপাশি ইমিগ্রেশন ক্লিয়ারেন্স এর জন্য স্মার্ট কার্ডও চালু করা হয়েছে। এর ফলে অভিবাসন ব্যবস্থাপনায় নিরাপত্তা বৃদ্ধি পেয়েছে। "আমি প্রবাসী" অ্যাপটি ভর্তি, প্রশিক্ষণ এবং ইমিগ্রেশন ক্লিয়ারেন্স এর প্রক্রিয়া আরও সহজতর করেছে।

**ছ) অভিবাসনখাতে সুশাসন প্রতিষ্ঠায় নতুন আইন, বিধি ও নীতিমালা প্রণয়ন**

স্বচ্ছতা এবং জবাবদিহিতা উন্নত করার জন্য সরকার ২০১৬ সালে প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান নীতি প্রবর্তন করেছে এবং ২০২৩ সালে বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও অভিবাসী (সংশোধনী) আইন পুনঃপর্যালোচনা করা হয়েছে। নতুন নীতিতে অসাধু রিক্রুটিং এজেন্ট এর উপর কঠোর বিধি-নিষেধ আরোপ করা হয়েছে এবং সকল প্রস্থাবিত অভিবাসী শ্রমিকদের জন্য একটি বাধ্যতামূলক বীমা স্কিম চালু করেছে, যার আওতা পাঁচ বছরের মধ্যে ২ লাখ টাকা থেকে বাড়িয়ে ১০ লাখ টাকায় উন্নীত করা হয়েছে।

সরকারের নানাবিধ পদক্ষেপ বিশেষ করে বিদেশে কর্মরত বাংলাদেশী কর্মীদের সহায়তা প্রদান এবং রেমিট্যান্স প্রবাহের প্রবৃদ্ধির জন্য নগদ সহায়তা প্রদান ইত্যাদি কার্যক্রম জাতীয় অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে।